

শি

কত সেনা, গাছকে প্রাণ দেয়, তেমনি
প্রাথমিক শিক্ষাও শিক্ষার ভিত্তিকে
মজবুত করে- এ কথা বলায়
অপেক্ষা রাখে না। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে
বাধ্যতামূলক করায় দুঃসাহসিক পন্থে প
নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা এবং
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সরকার
বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কিন্তু অত্যন্ত
পরিচালনার বিঘ্ন, প্রাথমিক শিক্ষার মান
একদমই উন্নত হচ্ছে না। আর শহর অঞ্চলের
তুলনায় গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা কেড়ে একথা
প্রযোজ্য। গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা
এবং প্রতিষ্ঠানের মান
একেবারে বেহাল অবস্থায়
এনে পৌঁছেছে।
বাংলাদেশের সকল
শিউই প্রাথমিক
শিক্ষার সুযোগ
পায় না। শতকরা
সত্তরটি মেয়েশিশু
ভুলে যায় না এবং
ছয় থেকে দশ
বছর বয়স পর্যন্ত
শিশু বিদ্যালয়ে
যায় না। অধিকাংশ
গ্রামের শিশুদের
এখনো গৃহকর্মে বড়দের
সাহায্য করতে অথবা
নিজেদের কঠোর পরিশ্রম করতে
হয়। ইচ্ছা থাকে সন্তোষ তারা বিদ্যালয়ে
যেতে পারে না। এরপরও তারা বিদ্যালয়ে
গমন করছে, বিদ্যালয় তাদের কাছে
আকর্ষণীয় নয়। পাঠ্যপুস্তকেও তারা আনন্দ
পায় না। ভুলে যেতে পারে কষ্ট করে
ক্রাস করার দৃশ্য এখনও লক্ষ্য করা যায়।

□ শামীম নাজ তুহা

**প্রাথমিক
শিক্ষা ও
প্রতিষ্ঠানের
মান উন্নয়ন
প্রসঙ্গে**